...শালী হয়ে উঠুক বা তার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠুক।

SEC - 2, The making of Indian Foreign Policy (His) (H) S.P.

৭.১৩ ভারত ও রাশিয়া (পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন)

India and Russia (Erstwhile Soviet Union)

বর্তমানের রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৯৯১ সালে পূর্বতন কমিউনিস্ট রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের মধ্য দিয়ে। ভাঙনের পরও রাশিয়া হল পৃথিবীর বৃহত্তম রাষ্ট্র। মোট জাতীয় উৎপাদনের নিরিখে রাশিয়ার স্থান নবম।

আজকের ভারত-রাশিয়া সম্পর্ক পর্যালোচনা করার আগে পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক কেমন ছিল তা জেনে নেওয়া জরুরি। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার পরবর্তী কয়েক বছর সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক মোটেই অন্তরঙ্গ ছিল না। কারণ ওই সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন মূলত স্টালিনের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিচালিত হত। স্টালিন নীতির মূল বৈশিষ্ট্য ছিল পাশ্চাত্যের ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে এবং তাদের সঙ্গে জড়িত দেশগুলির সঙ্গে অসহযোগিতা করা এবং বিশ্বজুড়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব বিস্তার করা। পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের দৃষ্টিতে মাউন্টব্যাটন পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারত স্বাধীনতা অর্জন করে ভারত, প্রকৃতপক্ষে, পশ্চিমি সাম্রাজ্যবাদীদের নিয়ন্ত্রণাধীনে থেকে গেছে। তা ছাড়া উন্নয়নের স্বার্থে ভারত যেভাবে পশ্চিমি রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক স্থাপন করেছিল, তা সোভিয়েত ইউনিয়নের মোটেই মনঃপুত ছিল না।

এর কিছুদিনের মধ্যেই অবশ্য পরিস্থিতি অনেকখানি বদলে যায় এবং সেইমতো সোভিয়েত ইউনিয়নেরও ভারতের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। ভারত স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পর থেকেই কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের সঙ্গে বিরোধ বাধে। এই বিরোধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। দ্বিতীয়ত, কোরিয়া সংকটে ভারত পশ্চিমি জোটের পক্ষ না নিয়ে জোটনিরপেক্ষ অবস্থানে অটল থাকে। এই দুটি ঘটনায় ভারত সম্পর্কে সোভিয়েত ইউনিয়নের ধারণার পরিবর্তন ঘটে। তা ছাড়া ওই সময় ভারতের নীতি-নির্ধারকদের কাছে আশু প্রয়োজন ছিল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জোট রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়া নয়। ভারত সেই মুহূর্তে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়াকেই শ্রেয় মনে করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিবর্তে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি ভারতের আস্থা রাখার পিছনে আবার কাজ

করেছিল প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর প্রভাব। নেহেরু ছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের পরিকল্পিত অর্থনীতির একজন সমর্থক। ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সোভিয়েত রাশিয়ার অনুকরণেই রচিত। অপরদিকে সোভিয়েত নেতৃবৃন্দও ভারতের অর্থনৈতিক ও বিদেশনীতির অভিমুখ দেখে বুঝেছিলেন যে, ভারত জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের পুরোধা হয়ে অন্তত মার্কিন জোটের অংশীদার হবে না। তা ছাড়া প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর ঔপনিবেশিকতা বিরোধিতা, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা সোভিয়েত ইউনিয়নকে ভারতের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল।

এইসবের প্রেক্ষিতে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হতে শুরু করে। ১৯৫৩ সালে উভয় দেশের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে এই বন্ধুত্ব আরও দৃঢ় হয়। এরই সঙ্গে চলতে থাকে উভয় দেশের নেতৃবৃন্দের মধ্যে পারস্পরিক বিদেশ সফর। ওইসব সফরের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল ১৯৫৫ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মস্কো সফর এবং ওই বছরের নভেম্বর মাসে সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী বুলগানিন ও কমিউনিস্ট নেতা ক্রুশ্চেভ-এর ভারত সফর। এই সব সফর চলাকালীন উভয় দেশের মধ্যে বেশ কিছু অর্থনৈতিক, কারিগরি ও রাজনৈতিক সহযোগিতার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। যেমন ভারতে লৌহ ও ইস্পাত কারখানা গড়ে তোলার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন সবরকম সাহায্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। তা ছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়ন কাশ্মীরকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। তাই পাকিস্তান যতবার কাশ্মীর ইস্যুকে জাতিপুঞ্জের মঞ্চে তোলার চেষ্টা করেছে এবং গণভোটের দাবি তুলেছে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ততবারই এই ইস্যুতে ভেটো প্রদান করেছে।

দু-দেশের মধ্যে সম্পর্ক মজবুত করার জন্য ৬০-এর দশকেও এক দেশের নেতা অন্য দেশে সফর করেছেন। ভারতের রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ সোভিয়েত সফরে গেছেন এবং সোভিয়েত নেতা ক্রুশ্চেভ ভারতে এসেছেন। সোভিয়েত জোটের অঙ্গীভূত না হওয়া সত্ত্বেও ৬০-এর দশকে সোভিয়েত ইউনিয়ন যেভাবে একাধিক ইস্যুতে ভারতের পাশে দাঁড়িয়েছে তা এককথায় অবিস্মরণীয়। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৬১ সালে গোয়ার ভারতভুক্তির প্রশ্নে, ১৯৬২ সালে ভারত-চিন যুদ্ধে, ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের পাশে দাঁড়িয়ে বিশ্বস্ত বন্ধুর ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৬২ সালের যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন চিনকে তীব্র সমালোচনা করে এবং ১৯৬৫-তে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের অবসানে সোভিয়েত ইউনিয়ন যথেষ্ট ইতিবাচক ভূমিকা নেয়।

৭০-এর দশকের শুরুতে দু দেশের মধ্যে ঐতিহাসিক ভারত-সোভিয়েত বন্ধুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির মাধ্যমে উভয়দেশ কী দ্বিপাক্ষিক কী আন্তর্জাতিক প্রতিটি স্তরেই বন্ধুত্ব, শান্তি ও সুরক্ষা বজায় রাখার সংকল্প নেয়। ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানের (অধুনা বাংলাদেশ) মুক্তি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ বাধে, সেই যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতকে অকৃপণভাবে সাহায্য করে। শুধু সামরিক বা প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রেই নয়, শিক্ষার বিস্তারে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশে, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পে আর্থিক সাহায্যদানের ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের সাহায্যার্থে সক্রিয় ভূমিকা নেয়। ১৯৭৩ সালে ভারত চূড়ান্ত খাদ্যসংকটের সম্মুখীন হলে সোভিয়েত ইউনিয়ন এই সংকটমোচনে ইতিবাচক ভূমিকা নেয়। ১৯৭৫ সালে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা ঘোষণা করলে বিশ্বের বহু দেশই এই ধরনের অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপকে নিন্দা করে কিন্তু সেক্ষেত্রেও সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতকে সমর্থন করে গেছে এটিকে ভারতের অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলার বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করে।

১৯৭৭ সালে জনতা সরকারের আমলেও ভারত-সোভিয়েত বন্ধুত্বের সম্পর্ক অটুট থাকে। প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই-এর মস্কো সফরের অনতিকাল পরেই ১৯৭৯ সালে সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী ভারতে আসেন এবং দুই দেশের মধ্যে একটি দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতার চুক্তি সম্পাদিত হয়। ১৯৮৪ সালে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির মৃত্যুর পর তাঁর সন্তান রাজীব গান্ধি প্রধানমন্ত্রী হন এবং ১৯৮৫ সালে তিনি মস্কো সফরে যান।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ভারত-সোভিয়েত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারত শুধু একতরফাভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছ থেকে প্রভূত সাহায্য নিয়ে গেছে তা নয়, পরিবর্তে ভারতও তার সাধ্যমতো সোভিয়েত ইউনিয়নকে সাহায্য ও সমর্থন করেছে এবং তা করতে গিয়ে অনেক সময় ভারতকে তার ঘোষিত স্বাধীন

জোটনিরপেক্ষ নীতি থেকে বিচ্যুত হতে হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ১৯৫৬ সালের সুয়েজ সমস্যায় ভারত ইজিপ্টের ওপর ইঙ্গ-ফরাসি আক্রমণের তীব্র বিরোধিতা করলেও, ওই বছর হাঙ্গেরিতে সোভিয়েত আক্রমণের বিরুদ্ধে একটি কথাও খরচ করেনি। ১৯৬৫ সালের ভিয়েতনাম যুদ্ধে ভারত-ভিয়েতনামের ওপর মার্কিন আক্রমণের নিন্দা করলেও, ১৯৬৮ সালের চেকোশ্লোভাকিয়াতে সোভিয়েত সামরিক হস্তক্ষেপের ব্যাপারে, অথবা ১৯৭৯ সালে আফগানিস্তানের ব্যাপারে সোভিয়েত হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ভারত নীরব থাকে। সমালোচকদের মতে, যতদিন সোভিয়েত ইউনিয়ন শক্তিশালী ছিল, ততদিন ভারত সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে কাজ করেছে, আবার ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন তথা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিপর্যয়ের পর বিশ্ব রাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলে ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ঢলে পড়ে।

১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্তরসুরি হিসেবে 'রাশিয়া' নামক দেশটি আত্মপ্রকাশ করে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাশিয়া নতুন করে রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়ায় নিমগ্ন থাকে। স্বাভাবিকভাবেই ওই সময় সাময়িকভাবে ভারত-রাশিয়া সম্পর্ক শীতল আকার নেয়। তবে ১৯৯৩ সাল থেকে পুনরায় অবস্থার উন্নতি ঘটতে থাকে। ১৯৯৪ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও রাশিয়া সফরে গিয়ে দুটি মস্কো ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেন। একটি হল দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার সম্প্রসারণ ও নিগুঢ়ীকরণ, এবং দ্বিতীয়টি হল বহুত্ববাদী রাষ্ট্রদ্বয়ের স্বার্থরক্ষা সম্পর্কিত ঘোষণা। ১৯৯৫ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে ভারত-রাশিয়ার মধ্যে আরও কতকগুলি পারস্পরিক সহযোগিতার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৯৭ সালে প্রধানমন্ত্রী দেবগৌড়া রাশিয়া সফরে যান এবং উভয় দেশের মধ্যে 'কৌশলগত অংশীদারিত্ব' (Strategic partnership) দৃঢ়তর করার সংকল্প ঘোষণা করা হয়। ২০০০ সালে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন ভারত সফরে এলে 'Declaration on Strategic Partnership' স্বাক্ষরিত হয়। এ ছাড়া উভয় দেশের একটি যুগ্ম বিবৃতির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় যৌথ উদ্যোগ নেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে সন্ত্রাসবাদ দমনের উদ্দেশ্যে দু-দেশের মধ্যে একটি যুগ্ম কার্যগোষ্ঠী গঠন করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর আমলে দু-দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু কার্যসূচি গ্রহণ করা হয়, যেমন, একটি যুগ্ম বাণিজ্য পর্ষদ (A Chief Executive Officer Council) গঠন করা হয়। এ ছাড়া একটি যুগ্ম কার্যরূপায়ণ গোষ্ঠী (Joint Task Force) গঠন করা হয়, যার কাজ হবে দুটি দেশের মধ্যে ব্যাবসা ও বাণিজ্যের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করা এবং এ ব্যাপারে সম্ভাব্য বাধাগুলিকে অপসারিত করার উদ্যোগ নেওয়া। উভয় দেশের নেতৃবৃন্দের বিশ্বাস, নিজেদের মধ্যে 'কৌশলগত অংশীদারিত্ব' (Strategic partnership) দীর্ঘদিন ব্যাপী তাদের জাতীয় স্বার্থ পূরণ করবে এবং দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলিকে আরও মজবুত করবে। তাঁদের আরও বিশ্বাস এই দৃঢ় এবং অগ্রগামী দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট এলাকার তথা বিশ্বের শান্তি, স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করবে। দু-দেশের জনসাধারণের মধ্যে যাতে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যাতে আরও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সৃষ্টি হয় সে ব্যাপারে উভয়পক্ষই সম্মতি জ্ঞাপন করেছে। উভয় পক্ষই নিজেদের মধ্যে বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের উন্নতি ঘটাতে এবং এ ব্যাপারে শুল্ক ও বাণিজ্য সংক্রান্ত সমস্ত রকম বাধা দুর করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছে। উভয়পক্ষই নিরস্ত্রীকরণের পক্ষে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালানোর ব্যাপারে সদিচ্ছা প্রকাশ করেছে। উভয়পক্ষই বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ব্যাপারে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভূমিকার ওপর এবং জাতিপুঞ্জের সনদের ওপর আস্থা জ্ঞাপন করেছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্র জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের স্থায়ী সদস্যপদ লাভের ন্যায্য দাবির ওপর পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেছে। ভারতের সামরিক বাহিনীর তথা সামরিক প্রযুক্তির আধুনিকীকরণে রাশিয়া যে আন্তরিক, সেই ধরনের ইঙ্গিতও বর্তমানে রাশিয়ার নেতৃবৃন্দ প্রকাশ করেছেন।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ঠান্ডাযুদ্ধকালীন পর্বে ভারত ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে যে সুসম্পর্ক ছিল, ঠান্ডাযুদ্ধোত্তর কালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পরিবর্তে রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরও সেই সম্পর্ক এতটুকু টোল খায়নি, বরং আরও দৃঢ়তর হয়েছে।